|  |
| --- |
| **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**1.1 দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে সারা বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বব্যাপী পরিচিত। World Risk Index-২০১৬ অনুসারে পৃথিবীর ১৭১ টি দেশের মধ্যে অবকাঠামো ও ফসলাদি, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকূলের আপদ উন্মুক্ততা (Exposure), দুর্দশা বিপদগ্রস্ততা (Susceptibility), সহনশীলতা (Coping), ও অভিযোজন (Adaptation) সূচকের সামগ্রিক ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান ৫ম। সকল দুর্যোগেই দরিদ্র জনগোষ্ঠি বিশেষত: নারী, বৃদ্ধ, শিশু ও প্রতিবন্ধিরা অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে দুর্যোগকালে দুঃস্থ লোকজনকে খাদ্য, পানি, চিকিৎসা, সেবা, আশ্রয়, বস্ত্র ইত্যাদি সরবরাহ করে থাকে। তাছাড়া, দরিদ্র ও নিঃস্ব জনগণকে বছরব্যাপী অর্থ ও খাদ্য সরবরাহ করাসহ পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্থায়ীভাবে স্বাবলম্বী করে থাকে। দুর্দশাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগ-উত্তর পুনর্বাসন কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, দুর্যোগ মোকাবেলায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, যেমনঃ- বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় সহনীয় ঘরবাড়ি, ছোট ও মাঝারি আকারের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ এবং ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে উদ্ধার যন্ত্রপাতি ক্রয় ও উদ্ধার কাজে সার্বিক সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তুতি ও জনগোষ্ঠীর সচেতনতার কারণে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগে জীবনের ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। নগর অবকাঠামো, পরিবেশ ও প্রতিবেশের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে সরকার বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ প্রতিবেশ সংরক্ষণে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপের স্বীকৃতিস্বরুপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ’ পেয়ে দেশ ও জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের দীর্ঘমেয়াদি দর্শন হচ্ছে প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানব সৃষ্ট আপদ হতে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র জনসাধারণের বিপদাপন্নতা হ্রাস এবং বড় ধরণের দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম এমন জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রথাগত দুর্যোগ-পরবর্তী সাড়া প্রদান ও ত্রাণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সার্বিক ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনায় উত্তরণের জন্য কাজ করে চলেছে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) এর Goal 1, 11 এবং 13, 8th Five Year Plan (2021-2025) এবং Bangladesh Delta Plan 2100-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মোট ১৭৬০৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২টি প্রকল্প এবং বিভিন্ন ত্রাণ ও সামাজিক সহায়তা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীরা বেশি উপকৃত হয়। কারণ দুর্যোগের সময় নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ থাকে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জরুরি সাড়া প্রদান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং তারই ধারাবাহিকতায় ‘দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী’ প্রণয়ন করা হয়েছে। জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর “Practicing Gender & Social inclusion in Disaster Risk Reduction” শীর্ষক একটি ফ্যাসিলিটেটর গাইডলাইন প্রকাশ করেছে, যার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন ঝুঁকি পর্যালোচনা করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা। গাইডলাইনটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে, সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এলাকার মানুষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করছে। গাইডলাইনটি দুর্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ এবং জরুরি সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অসহায় ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সম্পৃক্তকরণে দিক নির্দেশনা প্রদান করছে।

**৩.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:** দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নারীদের সম্পৃক্ত এবং তাদের জীবন ও জীবিকার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করার ফলে দুর্যোগ মোকাবেলায় তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে দারিদ্র্য ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে।

**দুর্যোগ ঝুকিঁ হ্রাসের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার:** দুর্যোগে সকল নাগরিক বিশেষত নারী ও শিশুদের উদ্ধার কাজে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়ে নারী ও শিশুর জীবন রক্ষা পায়। যাতায়াত ও পরিবহন সুবিধার সামগ্রিক সুফল নারী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

**দুর্যোগকালীন বিপদাপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘব ও ঝুঁকি হ্রাসকরণ:** লক্ষ্যভিত্তিক ও নারীবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীর কমপক্ষে ৩০ ভাগ নারী হওয়ায় তাদের অগ্রাধিকার প্রদানের ফলে দরিদ্র ও দুস্থ নারীদের কর্মসংস্থান হচ্ছে ও আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে তাদের খাদ্যপ্রাপ্তি সহজতর হয়। ভয়াবহ দুর্যোগের প্রাক্কালে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারী, শিশু,বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়া হয় এবং তাদের খাবার ও ঔষধপত্র সরবরাহ করা হয়। ফলে, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**৪.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| **ক্রমিক নং** | **অগ্রাধিকার সম্পন্ন খাত/ কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- | --- |
| **১** | **২** | **৩** |
| ১. | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণ | * **অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান (ইজিপিপি):**   এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচিটি একটি লক্ষ্যভিত্তিক ও নারীবান্ধব কর্মসূচি। ২০২1-২2 অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ১৬৫০ কোটি টাকা এবং ২০২2-২3 অর্থবছরেও একই বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কাররের জন্য দুই পর্বে মোট ৮০ দিনের কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর উপকারভোগীর মধ্যে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ দুস্থ ও দরিদ্র নারী, প্রত্যক্ষভাবে যাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্যোগ উত্তরকালে নীতিমালা অনুযায়ী উপকারভোগী নির্বাচনে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করায় তাদের খাদ্যপ্রাপ্তি সহজ হয়।   * **গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর):**   এই কর্মসূচির জন্য ২০২1-২2 অর্থবছরে টিআর কর্মসূচির আওতায় ১45০ কোটি টাকা নগদ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, যার ৩০ শতাংশ উপকারভোগী সাধারনত নারী। ২০২2-২০২3 অর্থবছরে ১৫5০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।   * **ভিজিএফ:**   অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ভিজিএফ এ ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৯৯২.৪৫ কোটি টাকা, যার প্রায় ৭০ শতাংশ উপকারভোগী নারী।   * **জরুরি মানবিক সহায়তা (ত্রাণ সামগ্রী):**   দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের সদস্যদের ঘর নির্মাণের জন্য এই কর্মসূচির আওতায় ২০২1-২2 অর্থবছরে 1997 পরিবারের মাঝে ৪৮.১৪ কোটি টাকা গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী এবং 3994 বান্ডিল ঢেউটিন এবং শীতার্ত দুঃস্থ জনগণের শীত নিবারণের জন্য 12,48,750টি দুঃস্থ পরিবারের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। উপকারভোগীর মধ্যে বেশিরভাগ নারী ও শিশু। |
| ২. | দুর্যোগ ঝুকিঁ হ্রাসের লক্ষে অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার | * দুর্যোগে সকল নাগরিক বিশেষত: নারী ও শিশুদের উভয়ের জন্য সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়ে নারী ও শিশুর জীবন রক্ষা পায়। যাতায়াত ও পরিবহন সুবিধার সামগ্রিক সুফল নারী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। তদুপরি, এসব নির্মাণ কাজে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক নারীর কর্মসংস্থান হয় যেমন: গ্রামীণ রাস্তায় ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প এবং হেরিং বোন বন্ড রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প। * ১৯৯৩ সালে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গৃহীত “Multipurpose Cyclone Shelter Programme” শীর্ষক স্টাডি-তে উপকূলীয় অঞ্চলে ৬০০০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছিল যার আওতায় উপকূলবর্তী এলাকায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় মোট ৩৮৬৮টি বহুমুখি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে ২০১১ সাল হতে ১৩টি জেলার ৬০ উপজেলায় এ মন্ত্রণালয় ১০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ও শিশু উপকৃত হয়েছে। বর্তমানে ১৬টি জেলার ৮৬টি উপজেলায় ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২১৭টি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে; যার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ও শিশুরা উপকৃত হয়েছে। * বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ইতোপূর্বে ৩০৬ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। এ মন্ত্রণালয় ২০০৮ হতে মোট ২৫৫টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। বর্তমানে ৪২টি জেলার ২৪৭ টি উপজেলায় ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে যেখানে বিপুল সংখ্যক নারী উপকৃত হবে। * গ্রামীণ রাস্তায় জলাবদ্ধতা দূর করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২০০৮ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) ১২ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত ৬,৫১৭টি, ২০১০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৭০৩টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২০১৫ হতে ১৫ মিটার দৈর্ঘের ১৩,০০০টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। যাতে বিপুল সংক্ষক নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং উপকৃত হবে। |
| ৩. | অনুসন্ধান এবং উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ | * অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ-দুর্যোগ কবলিত মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। * “Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation on Earthquake and Other Disasters (Phase II)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতঃমধ্যে ১৫৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে উদ্ধার ও অনুসন্ধান যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে ৩য় ফেজে আরও ২৩৭৫.০০ কোটি ব্যয়ে নতুন নতুন উদ্ধারকারী যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে। * বন্যায় আক্রান্তদের বিশেষ করে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের উদ্ধার ও তাদের মালামাল পরিবহনের জন্য ৬০টি Multipurpose Accessible Rescue Boat সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৩০ টি বোট ক্রয় করা হয়েছে। আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরে অবশিষ্ট ৩০টি বোট ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। |
| ৪. | ঝুঁকিহ্রাস প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও সচেতনতা কার্যক্রম | * দুর্যোগকালীন সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব পালনকারী বিভিন্ন সংস্থা, যেমনঃ তিতাস গ্যাস, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রভৃতি সংস্থার ৩৫০ জন কর্মকর্তাকে উন্নত জিআইএস সিস্টেমের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, এদের মধ্যে ২০ শতাংশ নারী প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। * Harmonized Training Module এর আওতায় জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে ৪টি জেলায় মোট ১৪,০৯৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক নারী প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। * ECRRP-D1 প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৮টি জেলায় মোট ১৯০০ জন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক নারী প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। * ২০১৫ হতে উপকূলীয় অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ এবং শহর এলাকায় দুঃস্থ মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে নারী উন্নয়নের প্রভাব প্রায় ৫০ শতাংশ। |

**৫.০** **মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**৫.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং‌** | **সংস্থার নাম** | **কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা** | **কর্মকর্তা/কর্মচারী পুরুষ** | **কর্মকর্তা/কর্মচারী মহিলা** | **মন্তব্য** |
| ১. | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (সচিবালয়) | ১৩২ | ১০৯ | ২৩ |  |
| ২. | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (প্রধান কার্যালয়) | ১৫০ | ১১৫ | ৩৫ |  |
| ৩. | জেলা পর্যায় | ৪১২ | ৩৫৮ | ৫৪ |  |
| ৪. | উপজেলা পর্যায় | ৩৪০ | ৩০৫ | ৩৫ |  |

৫.২ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে নারী জনগোষ্ঠীর অগ্রগতি এবং অধিকার রক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে:

**সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি:** কর্মাভাব ও দুর্যোগে জনগণের খাদ্যপ্রাপ্তি সহজতর করতে অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (কাবিটা) কর্মসূচি, গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (টিআর) কর্মসূচি এবং ভি.জি.এফ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ সকল কর্মসূচির উপকারভোগীদের একটি বড় অংশ দরিদ্র নারীরা। ইজিপিপি প্রকল্পের গ্রামীণ রাস্তা সংস্কারের জন্য ২ পর্বে ৪০ দিন করে মোট ৮০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, যার ৩৩ শতাংশ মহিলা উপকারভোগী।

**বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ:** বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়ে নারী ও শিশুর জীবন রক্ষা পায়। নবনির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের ডিজাইন নতুনভাবে করা হয়েছে যা নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধিদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করবে।

**দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম:** সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে নারীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকল্পে কমিউনিটি সক্ষমতা বৃদ্ধি, রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দুর্যোগের সতর্ক বার্তার পর নারী ও শিশুদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়া হয় এবং দুর্যোগকালে ওষুধ ও খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়। ফলে, নারীর দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পায়, যা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। দুর্যোগ সম্ভাবনাকালে বিশেষত নারী ও শিশুদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের পূর্বাভাস দেয়া হয়।

**ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ:** গ্রামীণ ও উপকূলীয় অঞ্চলে যাতায়াত ও পরিবহন সুবিধার সামগ্রিক সুফল নারী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। দুর্যোগকালে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্যে অব্যাহত যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই জরুরি। ফলে,দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, দুর্যোগ সহনীয় বাড়িঘর নির্মাণ, হেরিং বোন বন্ড রাস্তা এবং ছোট/মাঝারি আকারের ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের ফলে নারীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হন।

**অনুসন্ধান, উদ্ধারকারী যানবাহন এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ:** প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে থাকে। এ সকল উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি দুর্যোগ কবলিত মানুষের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় অপরিসীম অবদান রাখছে। বন্যায় আক্রান্তদের উদ্ধার ও তাদের মালামাল পরিবহনের জন্য ৬০টি Multipurpose Accessible Rescue Boat সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৩০ টি বোট ক্রয় করা হয়েছে। আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরে অবশিষ্ট ৩০টি বোট ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে যার কাজ চলমান।

**৫.৩ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**৬.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নম্বর** | **কর্মকৃতি নির্দেশক** | **পরিমাপের একক** | **২০১9-20** | **২০20-২1** | **২০21-২2** |
| **প্রকৃত** | **প্রকৃত** | **প্রকৃত** |
| ১. | **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নারী সুবিধাভোগী** (**অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচি**) | **সংখ্যা**  (**লক্ষ জন মাস**) | **৭.০২** | **৭.০৪** |  |
| ২. | ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতির জন্য নারী স্বেচ্ছাসেবক | **সংখ্যা** (**হাজার**) | **৩৬** | **৩৮** |  |

**৭.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**৭.১ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র:**

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১ | দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্ত্তত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। | দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় নানা ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণের ফলে নারীর জীবন ও সম্পদ রক্ষা পায় এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সি.ডি.এম.পি. ফেজ-২ প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের সুবিধা অনুযায়ী পানি ও পয়ঃব্যবস্থা করা হয়েছে। নারীদের দুর্যোগে অ-কৃষি খাতে জীবিকায়নের পন্থা উদ্ভাবন করে দেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মোট ৬১,৬৫৪ জন নারীকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ১০,০০০ জন মহিলা সি.পি.পি. ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৮,০০০ জন নারীকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ৯,৫৪০ জন নারী সদস্য এবং ৮,২০০ জন স্কুল ছাত্রী ও শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া, ২৫,০০০ জন নারী কমিউনিটি সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। |
| ২ | ‘নবযাত্রা’ প্রকল্পের মাধ্যমে অপুষ্টি নিরসনে ল্যাকটেটিং মা/শিশুদের খাদ্য নিরাপত্তামূলক সহায়তা প্রদান প্রকল্প ভবিষ্যতেও চালু রাখা। | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘নবযাত্রা’ প্রকল্পের মাধ্যমে অপুষ্টি নিরসনে ল্যাকটেটিং মা/শিশুদের খাদ্য নিরাপত্তামূলক সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ প্রকল্পে ২০১৯-২০ অর্থবছর ও তৎপূর্ববর্তী ২ বছরে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৫.০০ কোটি, ১১৫.০০ কোটি এবং ১১০.০০ কোটি টাকা। বর্তমান এ কার্যক্রম বৈদেশিক অনুদানে পরিচালিত হচ্ছে। |
| ৩ | অর্থনৈতিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় (safety net) অধিকতর বিস্তৃত করা। | গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন/সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, যার ৩০ শতাংশ উপকারভোগী নারী। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। |

**৭.২** **মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) নারীর ক্ষমতায়নের উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে এ মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের সম্মানজনক ‘জাতিসংঘ জনসেবা পদক-২০২১’ অর্জন করেছে।

কম্প্রেহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সি.ডি.এম.পি.) ফেজ-২ প্রকল্পের অধীনে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার সুকরাইল ইউনিয়নের ২টি দুর্যোগ প্রতিরোধকারী গ্রামে দুর্যোগ প্রতিরোধক বাড়ি নির্মাণের মাধ্যমে ২০৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে উক্ত পরিবারের নারী সদস্যরা, যারা সাইক্লোন আইলার কারণে বসতহীন ছিল তাদের একটি উন্নত এবং নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, শহরাঞ্চলের ২৬০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তাদের অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে।

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সি.ডি.এম.পি.-এর অধীনে স্যানিটারী ল্যাট্রিন এবং G.I.Z-এর সহযোগিতায় ২০৩ কি.মি. পানির পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে উক্ত এলাকার নারীদের কাজের চাপ হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের জীবনযাত্রা সহজ হয়েছে। তারা এখন আরও উৎপাদনশীল কাজে মনোনিবেশ করতে পারছে।

ইতোমধ্যে প্রায় ৩৫,০০০ নগর দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক এবং Cyclone Preparedness Program(CPP)-এর আওতায় ৭৬,১৪০ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে, যার মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ ৩৮,০৭০ জন নারী। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নারী কর্মীরা উদ্ধার অভিযানে এগিয়ে আসছে, এর ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

**৭.৩** মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচীর মাধ্যমে নারী উন্নয়নের বিষয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) এর মূল্যায়ন:

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)তে বিগত ১০ বছরে গড় সুবিধাভোগী প্রায় ৯ লক্ষ এবং যার এক-তৃতীয়াংশ নারী হওয়ার কথা থাকলেও প্রকৃত চিত্র ভিন্ন রূপ। এ কর্মসূচিতে নারীর মজুরি পুরুষের সমান হওয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বস্তুতঃ ৫০ শতাংশের উর্ধ্বে। এ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা “Implication of Employment Generation Programme for the Poorest (EGPP) to Reduce Disaster & Gender Vulnerability” প্রতিবেদনে ইজিপিপি কর্মসূচির অভিঘাত বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পরিলক্ষিত হয়েছেঃ

* + ইজিপিপি সুবিধাভোগী নারীরা অন্যদের তুলনায় ১ বছরে নূন্যতম ৪৫ দিন বেশী কাজ করে এবং ন্যূনতম ৫৬৯২ টাকা বেশী আয় করে ফলশ্রুতিতে তাদের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা তুলনামূলকভাবে কম;
  + ইজিপিপি সুবিধাভোগী নারীরা অন্যদের তুলনায় অফিস, এনজিও, কার্যক্ষেত্র, বাবার বাড়ি ইত্যাদিতে সহজভাবে গমনের ক্ষেত্রে ১০-১৫% বেশী সক্ষম;
  + সুবিধাভোগী নারীরা অন্যদের তুলনায় বিয়ের ন্যূনতম বয়স, বহুবিবাহ, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিচার, জন্ম নিবন্ধন, পিতার সম্পত্তিতে অধিকার, নারী অধিকার বিষয়ক আইন এবং নারীর স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান রাখেন;
  + নারী সুবিধাভোগীরা সামাজিকভাবে অন্যদের তুলনায় অধিকতর সামাজিক মর্যাদা পেয়ে থাকেন।

**৭.৪** মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে নারীর জীবনমানের উন্নয়নের বিষয়:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত বেশ কিছু কর্মসূচিতে জেন্ডারভিত্তিক সুফলভোগী নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। সাধারণত প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট যে কোনো দুর্যোগে নারী এবং শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হন। এ কারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ বিতরণে এ মন্ত্রণালয় নারী ও শিশুদের প্রাধান্য দেয়। তবে, এক্ষেত্রে নারীরা কেবল সুফলভোগীই নন, তারা কার্যক্রম বাস্তবায়নেও সরকারকে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি যেমন অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচি, টেস্ট রিলিফ, ভি.জি.এফ. এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

**৭.৫** একজন নারীর সাফল্যগাঁথা

|  |
| --- |
| ইজিপিপি কর্মসূচির উপকারভোগী রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার মায়া রানী বলেন, “আমরা নিজ গৃহে ও সামাজিকভাবে অধিক মর্যাদা পাচ্ছি যেহেতু আমরা উপার্জন করি। পারিবারিক সহিংসতা এখন অনেকাংশে কমে এসেছে”।  7  মানিকগঞ্জে সিংগাইর উপজেলার বয়রা ইউনিয়নে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পে কর্মরত নারী সুবিধাভোগীদের ছবি |

**৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* অর্থনৈতিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় (safety net) অধিকতর বিস্তৃত করা;
* অতিদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন্তর্ভুক্ত করে খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি (ভি.জি.ডি.) অব্যাহত রাখা;
* দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্ত্তত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
* নদী ভাঙ্গনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবন্ধী নারী, বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
* দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্ত্ততি গ্রহণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সময় নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীর নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা;
* ‘নবযাত্রা’ প্রকল্পের মাধ্যমে অপুষ্টি নিরসনে ল্যাকটেটিং মা/শিশুদের খাদ্য নিরাপত্তামূলক সহায়তা প্রদান প্রকল্প ভবিষ্যতেও চালু রাখা;
* দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় নারীদের বিপদ কাটিয়ে উঠার ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বস্ত্তগত সাহায্যের পাশাপাশি নারীর প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা;
* দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থায় খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম যেন নারীর চাহিদা পূরণ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
* দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি অবস্থায় খাদ্যের পাশাপাশি নারীর স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা;
* দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী যে কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ে বসবাস করে, উক্ত কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে দুর্দশাগ্রস্ত নারীর কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা;
* প্রতিবন্ধী নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা;
* ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের সময় মা ও শিশু এবং মহিলাদের স্বাস্থ্যগত প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া;
* দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে এলাকাভিত্তিক সমন্বিত দুর্যোগ মোকাবিলা সংস্থায় অন্তর্ভুক্তি;
* দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার এবং সিটি কর্পোরেশনসহ সকল পর্যায়ে নারীদের অধিকতর সম্পৃক্ত করা; এবং
* প্রতিবন্ধি নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনসহ নানাবিধ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।